বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী
বুধবার | ঢাকা ■ জুলাই ১৫, ২০১৫ । আষাঢ় ৩১, ১৪২২

পাঁচ বছরে শহর থেকে গ্রামমুখী মানুষ বেড়ে দ্বিগুণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

উন্নত জীবনের সন্ধানে একসময় গ্রামের মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা ছিল বেশি। সম্প্রতি তা কমতে শুরু করেছে। গ্রামেই এখন বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে ব্যয় বাড়ছে শহরে জীবনযাত্রার। এতে বাড়ছে শহর ছেড়ে গ্রামমুখী মানুষের সংখ্যা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সমীক্ষা বলছে, ২০০৯ সালে শহর থেকে গ্রামে ফিরে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল হাজারে প্রায় পাঁচজন। ২০১৩ সালে এসে তা ১২ জনের উপরে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ বছরে শহর থেকে গ্রামে ফেরা মানুষের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি।

গতকাল মঙ্গলবার 'মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ (এমএসভিএসবি)' প্রকল্পের হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিবিএস। এতে জানানো হয়, ২০০৯ সালে প্রতি হাজারে ৪ দশমিক ৯ জন মানুষ শহর থেকে গ্রামে স্থানান্তরিত হতেন। ২০১০ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৬-এ। ২০১১ ও ২০১২ সালে ৫ দশমিক ৩ এবং ২০১৩ এসে তা দাঁড়ায় ১২ দশমিক ১-এ।

অন্যদিকে গ্রাম থেকে শহরমুখী হওয়া মানুষের সংখ্যা ওঠানামার মধ্যে রয়েছে কয়েক বছর ধরে। ২০০৯ সালে প্রতি হাজারে ২১ দশমিক ৯ জন মানুষ গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হতেন। ২০১০ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪ দশমিক ৫-এ। ২০১১ সালে তা ছিল ২৩ দশমিক ৭ এবং ২০১২ সালে ২৬ দশমিক ২। কিন্তু ২০১৩ সালে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাড়ে ১৮-এ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষিতে প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগায় যেসব মানুষের গ্রামে চাষযোগ্য জমি আছে, তারা অনেকেই গ্রামের দিকে ঝুঁকছেন। তবে অন্যদিকে অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান বাড়তে থাকায় তরুণরা শিল্প-কারখানায় কাজের সন্ধানে শহরমুখী হচ্ছেন। এতে করে দুই ধরনের স্থানান্তরই বাড়ছে। এদিকে এক শহর থেকে অন্য শহর এবং এক পল্লী অঞ্চল থেকে অন্য পল্লী অঞ্চলে স্থানান্তরও অব্যাহত রয়েছে। তবে শহর থেকে শহরে স্থানান্তরের সংখ্যা অনেক বেশি। প্রকাশিত তথ্যমতে, ২০১৩ সালে শহর থেকে শহরে স্থানান্তরের হার ছিল হাজারে ৫৮ দশমিক ৩ জন। ২০০৯ সালে এ হার ছিল ২৮ দশমিক ৩ জন। ২০১০ সালে তা ছিল ৪৮ দশমিক ৯, ২০১১ সালে ৪২ দশমিক ৫ এবং ২০১২ সালে ৪৩ দশমিক ৫ জন। অন্যদিকে পল্লী থেকে পল্লীতে স্থানান্তরের হার ছিল ২০১৩ সালে হাজারে ১৩ দশমিক ২ জন। ২০০৯ সালে এ হার ছিল ১৪ দশমিক ৬ জন, ২০১০ সালে ১৬ দশমিক ২, ২০১১ সালে ১৫ ও ২০১২ সালে ১৬ দশমিক ২ জন।

বিবিএসের সমীক্ষামতে, দেশের মানুষের গড় আয়ু ক্রমেই বাড়ছে। ২০১৩ সালে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ বছর ৪ মাসে, ২০০৯ সালে যা ছিল ৬৭ বছর ২ মাস।

এদিকে কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। বিবিএসের হিসাবে, প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায়ও বেড়েছে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু। ২০০৯ সালে গড় আয়ু ছিল ৬৭ বছর ২ মাস। ২০১০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৭ বছর ৭ মাস। এর পরের বছর ৬৯ বছর হয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে ছিল ৬৯ বছর ৪ মাস এবং ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ বছর ৪ মাস। পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি দীর্ঘায়ু। পুরুষের গড় আয়ু ৬৮ বছর ৮ মাস। আর নারীর ৭১ বছর ২ মাস। তবে নারীর গড় আয়ু বাড়লেও বয়স্ক নারীর সংখ্যা কমেছে। ২০১২ সালে ৬০ বছরের উপরে মোট বয়স্ক নারীর সংখ্যা ছিল ৭৩ লাখ। অথচ ২০১৩ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৬৪ লাখে। নারীর গড় আয়ু বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক নারীর সংখ্যা বাড়ার কথা থাকলেও কার্যত তা কমেছে। অন্যদিকে পুরুষের গড় আয়ু নারীর তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও ৬০ বছরের উপরের পুরুষের সংখ্যা বাড়ছে। ২০১২ সালে এ সংখ্যা ছিল ৭১ লাখ। ২০১৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮০ লাখে। আর ২০১৩ সালে দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৫ কোটি ৪৭ লাখ।

গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পরিসংখ্যান ভবনে জরিপের তথ্য প্রকাশের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিএস মহাপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা। অন্যদের মধ্যে

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

উপস্থিত ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সফিকুল ইসলাম ও বিবিএসের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বাইতুল আমিন ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমএসভিএসবি প্রকল্পের পরিচালক এ কে এম আশরাফুল হক।

আশরাফুল হক বলেন, দেশের মাতৃ-মৃত্যু হার, গড় আয়ুষ্কাল, শিক্ষার হার, বয়স্ক শিক্ষা, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, আগমন, নির্গমন, বহির্গমন, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, প্রতিবন্ধী, এইচআইভি/এইডসসহ গুরুত্বপূর্ণ আর্থসামাজিক সূচকের তথ্য সংগ্রহ করা হয় এমএসভিএসবি প্রকল্পের মাধ্যমে, যা ব্যাপক তদারক করা হচ্ছে। এতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের সুবিধা হয়।

কানিজ ফাতেমা বলেন, বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এর মধ্যে কিছু অগ্রগতির চিত্র উঠে এসেছে। এর মাধ্যমে মানুষের জীবনমান পরিবর্তনের একটি ইতিবাচক চিত্র পেয়েছি। প্রতিবেদনটি অনেকখানি গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য।

এমএসভিএসবি প্রকল্পের আওতায় নমুনা নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে প্রতি বছর আর্থসামাজিকের সূচকগুলো তৈরি করে বিবিএস। প্রতি ১০ বছর পর আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। তবে আদমশুমারি হতে শুমারি-পরবর্তী বছরভিত্তিক জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক সূচকের পরিবর্তনের হিসাব পাওয়া যায় না। তাই এমএসভিএসবি প্রকল্পের মাধ্যমে জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহযোগিতা করে বিবিএস।

দেশের শিক্ষার হারও বেড়েছে বলে জরিপে বেরিয়ে এসেছে। দেশে শিক্ষার হার (১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব) মোট ৬১ শতাংশ, ২০০৯ সালে ছিল ৫৮ দশমিক ৪ শতাংশ। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পুরুষের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬৪ দশমিক ২ শতাংশ এবং নারীদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার ৫৭ দশমিক ৮ শতাংশ। আলোর উৎস ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, দেশে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ৬৫ দশমিক ৬ শতাংশ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে কিছুটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৩৭ শতাংশ। এ হার ২০১২ সালে ছিল ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ।

সমকাল
বুধবার
১৫ জুলাই ২০১৫ ৩১ আষাঢ় ১৪২২

গড় আয়ু ৭০ বছর চার মাস

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশের মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে ধারাবাহিকভাবেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ হিসাবে, এ দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ বছর ৪ মাস। ২০০৯ সালে যা ছিল ৬৭ বছর ২ মাস। একই সঙ্গে দেশের গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সূচকেও বাংলাদেশ এগিয়েছে অনেক। বিবিএস পরিচালিত বাংলাদেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানের তদারকি (এমএসভিএসবি) শীর্ষক জরিপ-২০১৩-এ ফলাফলে এ তথ্য পাওয়া ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

গেছে। গতকাল মঙ্গলবার সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে জরিপের এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এক দশকের মধ্যে দেশে দারিদ্র্য কমেছে রেকর্ড পরিমাণ। কয়েক বছরে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতেও ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। সরকারের ব্যাপক টিকাদান কর্মসূচিসহ নানা ধরনের জনমুখী স্বাস্থ্যসেবার উদ্যোগে মহামারীর প্রাদুর্ভাব কমে গেছে। একই সঙ্গে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এসব কারণে আর্থ-সামাজিক সূচকে পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে রয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক উন্নতির প্রভাব পড়েছে গড় আয়ু ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সূচকে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদাহরণ।

বিবিএসের তথ্য মতে, কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে দেশের মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশ এগিয়ে। পাঁচ বছর আগে ২০০৯ সালে গড় আয়ু ছিল ৬৭ বছর ২ মাস। সেটি ২০১০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৬৭ বছর ৭ মাস। এর পরের বছর দাঁড়ায় ৬৯ বছর। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়ায় ৭০ বছর ৪ মাস। তবে পুরুষের চেয়ে নারীর গড় আয়ু বেশি। পুরুষের গড়ে ৬৮ বছর ৮ মাস, নারীর ৭১ বছর ২ মাস।

জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নূর উন নবী মনে করেন, গড় আয়ু বৃদ্ধির মূল কারণ দারিদ্র্য বিমোচনে সার্বিক সাফল্য অর্জন। তিনি জানান, দারিদ্র্য কমলে মৃত্যুহারও কমবে। এর ফলে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যায়। পাশাপাশি দেশে শিক্ষার হার ও নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া সরকারের নেওয়া বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিও এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে বলে তিনি মনে করেন।

গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিসংখ্যান ভবনে জরিপের তথ্য প্রকাশের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সফিকুল ইসলাম ও বিবিএসের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বাইতুল আমিন ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমএসভিএসবি প্রকল্পের পরিচালক এ কে এম আশরাফুল হক।

এমএসভিএসবি প্রকল্পের আওতায় নমুনা নিবন্ধন করার মাধ্যমে প্রতি বছর আর্থ-সামাজিকের সূচকগুলো তৈরি করে বিবিএস।

এ প্রকল্পের পরিচালক এ কে এম আশরাফুল হক সমকালকে বলেন, দেশের মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার, গড় আয়ুষ্কাল, শিক্ষার হার, বয়স্ক শিক্ষা, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, আগমন, নির্গমন, বহির্গমন, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, প্রতিবন্ধী, এইচআইভি/এইডসসহ গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সূচকের তথ্য সংগ্রহ করা হয় এমএসভিএসবি প্রকল্পের মাধ্যমে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১২

ঢাকা ॥ বুধবার
৩১ আষাঢ় ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১৫ জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

দেশে শিক্ষার হার ও জীবনযাত্রার মান বেড়েছে

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ দেশে শিক্ষার হার বেড়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে শিক্ষার হার (১৫ বছর বা তদূর্ধ মানুষ) মোট ৬১ শতাংশ, ২০০৯ সালে ছিল ৫৮ দশমিক চার শতাংশ। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পুরুষের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬৪ দশমিক দুই শতাংশ, যা ২০০৯ সালে ছিল ৬২ দশমিক ৬ শতাংশ অন্যদিকে মহিলার ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭ দশমিক আট শতাংশ, যা ২০০৯ সালে ছিল ৫৪ দশমিক তিন শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস অব বাংলাদেশ এসভিআরএস-২০১৩ জরিপের প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসছে। মঙ্গলবার চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সংস্থাটি।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত পরিসংখ্যান ভবন মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সচিব কানিজ ফাতেমা। বিশেষ অতিথি ছিলেন, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব শফিকুল ইসলাম, আবদুল মান্নান হাওলাদার, বিবিএসের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বাইতুল আমীন ভূঁইয়া। সভাপতিত্ব করেন পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ। প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এমএসভিএসবি প্রকল্পের পরিচালক একেএম আশরাফুল হক।

(১৯ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ

দেশে শিক্ষার

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কানিজ ফাতেমা বলেন, দেশের মানুষের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনের একটি চিত্র উঠে এসেছে এ প্রতিবেদনে। এ প্রতিবেদনটি অনেকখানি গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন, এভাবে সঠিক চিত্র পেলে সরকারের পক্ষে সমন্বিত পরিকল্পনা করা সহজ হবে। সেই সঙ্গে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) মূল্যায়নসহ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক মূল্যায়নে ভূমিকা রাখছে। মানুষের গড় আয়ু এখন যে বেড়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা এখন স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার, নিয়মিত টিকা দেয়ার হারসহ নানা সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। এছাড়া মানুষের জীবন যাত্রার মান বেড়েছে।

সূত্র জানায়, এ প্রকল্পটির কার্যক্রম বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর একটি নিয়মিত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৮০ সাল হতে আন্তঃশুমারি সময়ের জনতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহের জন্য এ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০১৩ সাল থেকে দেড় হাজার নমুনা এলাকায় এ কার্যক্রম চলছে, যেখানে প্রায় এক লাখ ৫০ হাজার পরিবার হতে নিয়মিত জনতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের গড়ে খানার সদস্য সংখ্যা চার দশমিক পাঁচ জন এর ফলে প্রায় ছয় লাখ ৭৫ হাজার জন এ প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহের আওতায় নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে তথ্যের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য আরও ৫১২টি নমুনা এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এ বছর থেকেই তার কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের মানুষের গড় আয়ু হচ্ছে ৭০ বছর ৪ মাস, যা প্রাথমিক হিসেবে ছিল ৭০ বছর ১ মাস। পুরুষের চেয়ে মহিলাদের গড় আয়ু বেশি। পুরুষের গড় আয়ু হচ্ছে ৬৮ বছর ৮ মাস, ২০০৯ সালে ছিল ৬৬ বছর ১ মাস। অন্যদিকে মহিলাদের গড় আয়ু হচ্ছে, ৭০ বছর ২ মাস, যা ২০০৯ সালে ৬৮ বছর ৭ মাস। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতিও হয়েছে উল্লেখযোগ্য।

মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে। গুরুত্বপূর্ণ এ সূচকে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে মাতৃ মৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছে এক দশমিক ৯৭ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল দুই দশমিক শূন্য তিন শতাংশ। তার আগের কয়েক বছরে যথাক্রমে এ হার ছিল দুই দশমিক নয় শতাংশ, দুই দশমিক ১৬ শতাংশ এবং দুই দশমিক ৫৯ শতাংশ। গ্রামে বর্তমানে মাতৃ মৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছে দুই দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল দুই দশমিক ১০ শতাংশ। শহরে এ হার দাঁড়িয়েছে এক দশমিক ৮৫ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল এক দশমিক ৯০ শতাংশ। আলোর উৎস ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় দেশে বিদ্যুত ব্যবহার করছে শতকরা ৬৬ দশমিক নয় শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ৬৫ দশমিক ছয় শতাংশ। ২০১১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এ হার ছিল ৬৩ দমমিক ছয় শতাংশ, ৫৪ দশমিক ছয় এবং ৫৪ দশমিক চার শতাংশ। কেরোসিনের আলো ব্যবহার করছে ৩২ দশমিক তিন শতাংশ মানুষ, যা ২০১২ সালে ছিল ৩৩ দশমিক এক শতাংশ। অন্যদিকে সৌর বিদ্যুতসহ অন্যান্য উৎস থেকে আলো ব্যবহার করছে শূন্য দশমিক আট শতাংশ মানুষ।

বর্তমানে দেশের মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার বেড়েছে। ট্যাপ ও নলকূপের পানির ব্যবহার হার দাঁড়িয়েছে ৯৮ দশমিক পাঁচ শতাংশ মানুষ, যা ২০১২ সালে ছিল ৯৮ দশমিক তিন শতাংশ। ২০১১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের হার ছিল যথাক্রমে ৯৮ দশমিক দুই শতাংশ, ৯৮ দশমিক এক এবং ৯৮ দশমিক এক শতাংশ। খাবার পানির বাইরে অন্যান্য কাজে ট্যাপ ও নলকূপের পানির ব্যবহার বেড়েছে। এ হার দাঁড়িয়েছে বর্তমানে ৬৩ দশমিক সাত শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ৬০ দশমিক পাঁচ শতাংশ। ২০১১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এ হার ছিল ৬০ দশমিক চার শতাংশ, ৫৫ দশমিক পাঁচ এবং ৫৪ দশমিক সাত শতাংশ।

মানুষের মধ্যে টয়লেট ব্যবহারের হার বেড়েছে। স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহারের হার দাঁড়িয়েছে ৬৩ দশমিক তিন শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ৬৩ দশমিক আট শতাংশ। তার আগের তিন বছর এই হার ছিল পর্যায়ক্রমে ৬৩ দশমিক ছয় শতাংশ, ৬৩ দশমিক পাঁচ এবং ৬২ দশমিক সাত শতাংশ। স্যানিটারির ব্যবহার বাড়ায় অন্যান্য পায়খানা ব্যবহারের হার কমেছে। অন্যান্য পায়খানা ব্যবহার করে ৩৪ দশমিক পাঁচ শতাংশ মানুষ। যা ২০১২ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ছিল পর্যায়ক্রমে ৩৩ দশমিক ছয় শতাংশ, ৩৩ দশমিক সাত, ৩৪ দশমিক তিন এবং ৩০ দশমিক এক শতাংশ। প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বর্তমানে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার বেড়েছে। এ হার দাঁড়িয়েছে ৬২ দশমিক চার শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ৬২ দশমিক দুই শতাংশ, ২০১১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এ হার ছিল ৫৮ দশমিক তিন শতাংশ, ৫৬ দশমিক সাত এবং ৫৬ দশমিক এক শতাংশ। অন্যদিকে গ্রামে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার দাঁড়িয়েছে ৬১ দশমিক আট শতাংশ, যা ২০০৯ সালে ছিল ৫৪ দশমিক চার শতাংশ। শহরে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৬৪ দশমিক এক শতাংশ, যা ২০০৯ সালে ছিল ৫৮ দশমিক সাত শতাংশ। বাংলাদেশে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা কমেছে। বর্তমানে জাতীয়ভাবে শতকরা ৫৫ জন মানুষ নির্ভরশীল (শিশু, প্রতিবন্ধী, বেকার ইত্যাদি)। যা ২০১২ সালে ছিল ৫৬ শতাংশ, তার আগের তিন বছরে এ হার ছিল পর্যায়ক্রমে ৫৭ শতাংশ, ৬৫ শতাংশ এবং ৬৬ শতাংশ। এক্ষেত্রে পল্লী অঞ্চলে নির্ভরশীল মানুষের হার শতকরা ৬০ শতাংশ যা তার আগের বছর ২০১২ সালে ছিল ৬১ শতাংশ এবং শহর এলাকায় এ হার ৪৭ শতাংশ, যা তার আগের বছর ছিল ৪৮ শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে। এ সূচক দাঁড়িয়েছে মোট (ছেলে ও মেয়ে মিলে) হাজারে ৪১ জন, যা ২০১২ সালে ছিল সূচক হাজারে ৪২ জন। এক্ষেত্রে ছেলে শিশু মৃত্যুর হারের সূচক দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ৪২ জন, ২০১২ সালে সূচক ছিল ৪৩ জন। অন্যদিকে মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায়, মৃত্যুর হারের সূচক হচ্ছে প্রতি হাজারে ৪০ জন।

শুক্রবার, ২ শ্রাবণ ১৪২২
১৭ জুলাই ২০১৫
দৈনিক ইত্তেফাক

৩২ ভাগ জনগোষ্ঠীর বয়স ১৫-এর নিচে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের মোট জনসংখ্যার ৩২ দশমিক ৩ শতাংশের বয়স ১৫ বছরের নিচে। জনগোষ্ঠীর পরনির্ভরশীলতার অনুপাত কমেছে ব্যাপক হারে। ২০০২ সালে এ হার ছিল ৮০ ভাগ, ২০১৩ সালে কমে হয়েছে হয়েছে ৫৮। অর্থাৎ ২০০২ থেকে ২০১৩ সময়কালে দেশের এ সময়ে পরনির্ভরশীলতার হার কমেছে ২২ শতাংশ। তবে পরিবার নিয়ন্ত্রণে নারীদের তুলনায় পুরুষেরা এগিয়ে। বাংলাদেশে শতকরা ৮৮ ভাগ পরিবারের খানা প্রধান হচ্ছে পুরুষ। মনিটরিং দি সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ' ২০১৩ শিরোনামের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

গত মঙ্গলবার পরিসংখ্যান ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ প্রতিবেদনের আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিএস মহাপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব এম এ মান্নান ও বিবিএসর অতিরিক্ত মহাপরিচালক বাইতুল আমিন ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমএসভিএসবি প্রকল্পের পরিচালক এ কে এম আশরাফুল হক।

আদমশুমারির পরবর্তী সময়কালে ২০১৩ সালে বছরজুড়ে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, উচ্চ জন্মশীলতার কারণে দেশে কম বয়সী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়েছে। বয়স্ক শিক্ষার হার বেড়েছে। ২০০৯ সালে বয়স্ক শিক্ষার হার ছিল ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ যা ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬০ ভাগে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায়, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চেয়ে শহরের জনগোষ্ঠী ৩০ শতাংশ বেশি শিক্ষিত। প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের স্থূল জন্মহার প্রতি হাজারে ১৯ জন। প্রত্যাশা অনুযায়ী গ্রাম এলাকার স্থূল জন্মহার (১৯.৩) শহর এলাকার জন্মহারের (১৮.২) চেয়ে বেশি। মোট প্রজনন হার ২০১৩ সালে পাওয়া গিয়েছে ২ দশমিক ১১ যা ২০১২ সালে ছিল ২ দশমিক ১২। ২০১৩ সালের মোট প্রজনন হার ২০১২ সালের মোট প্রজনন হারের থেকে সামান্য কম। জন্মশীলতার সবগুলো পরিমাপ তুলনা করলে দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে জন্মের হার অনেক কমেছে। অন্যদিকে মৃত্যুর হার প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ৫ দশমিক ৩ জন যা পল্লী এলাকায় ৫ দশমিক ৬ জন এবং শহর এলাকায় ৪ দশমিক ৬ জন। ২০০৯ সালে এই হার ছিল ৫ দশমিক ৮, যা ২০১৩ সালে কমেছে ৫ দশমিক ৩ জনে।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ

শিশু মৃত্যুহার কমেছে, গড় আয়ু ৭০.৪ বছর, বয়স্ক শিক্ষার হার বেড়েছে

শিশু মৃত্যুর হারের (১ বছরের নীচে) একই প্রণতা লক্ষ্য করা যায়। শিশু মৃত্যু হার ২০০৯ সালে ছিল ৩৯ প্রতি হাজার জীবিত জন্মের ক্ষেত্রে এবং এই হার ২০১৩ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৩২ এ। মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত গত পাঁচ বছরে সমহারে কমে এসেছে। ২০০৯ সালে মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত ছিল ২ দশমিক ৫৯ যা ২০১৩ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৯৭ এ। গত পাঁচ বছরে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল গড়ে প্রতি বছরে শূন্য দশমিক ৬৪ বছর হারে বেড়েছে। প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ২০০৯ সালের ৬৭ দশমিক ২ বছর থেকে বেড়ে ৭০ দশমিক ৪ বছর হয়েছে। পুরুষের তুলনায় নারীদের গড় আয়ু বেশি বেড়েছে।

বিবাহের গড় বয়স: গত পাঁচ বছরের বিবাহের গড় বয়স প্রায় স্থীতি অবস্থায় রয়েছে। ২০০৯ সালে পুরুষের বিবাহের গড় বয়স ছিল ২৩ দশমিক ৮ বছর এবং নারীদের বিবাহের গড় বয়স ছিল ১৮ দশকি ৫ বছর। ২০১৩ সালে পুরুষের বিবাহের গড় বয়স হয়েছে ২৪ দশমিক ৩ বছর এবং নারীদের বিবাহের গড় বয়স হয়েছে ১৮ দশমিক ৪ বছর।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার: গত পাঁচ বছরে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার বেশ বেড়েছে। ২০০৯ সালে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ছিল ৫৬.৪ শতাংশ। অন্যদিকে ২০১৩ সালে এই হার হয়েছে ৬২.৪ শতাংশ।

প্রতিবন্ধী: ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ৯ জন মানুষ কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধী। নারীদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে প্রতিবন্ধীর হার বেশি। ২০১৩ সালে পুরুষ প্রতিবন্ধীর হার প্রতি হাজারে ৯ দশমিক ৭ জন এবং নারী প্রতিবন্ধীর হার ৮ দশমিক ২ জন, প্রতি হাজারে।

এইচআইভি/এইডস: বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৩ সাল থেকে প্রথমবারের মতো এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের ক্ষেত্রে ১৫-৪৯ বছরের নারীদের জ্ঞান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় মাত্র ১৯ ভাগ নারী এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের সকল পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন, কিন্তু এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের যে কোনো একটি পদ্ধতি সম্পর্কে শতকরা ৬০ ভাগ জানেন।

আগমন ও বহির্গমন: জরিপ এলাকায় বসবাসরত জনগণের আগমন ও বহির্গমন চিত্র প্রায় একই রকম। ২০১৩ সালের তথ্যানুযায়ী প্রতি হাজার জনসংখ্যার জন্য আগমনের হার ৪০ দশমিক ৪ জন এবং বহির্গমনের হার ৩৯ দশমিক ৯ জন। অর্থাৎ প্রতি হাজার জনসংখ্যার ক্ষেত্রে নিট মাইগ্রেশনের হার মাত্র শূন্য দশমিক ৫ জন। প্রতি হাজার জনসংখ্যার ক্ষেত্রে পল্লী এলাকায় আগমনের হারের (৩১.৭ জন) তুলনায় শহর এলাকায় আগমনের হার (৭০.৪ জন) অনেক বেশি।

আমরা জনগণের পক্ষে

বাংলাদেশ প্রতিদিন

ঢাকা ॥ বুধবার, ১৫ জুলাই ২০১৫ ॥ ৩১ আষাঢ় ১৪২২

দেশের মানুষের গড় আয়ু ৭০.৪ বছর

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। ২০০৯ সালের ৬৭.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে ৭০.৪ বছরে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীদের গড় আয়ু বেশি বেড়েছে। অন্যদিকে পল্লিতে মরণশীলতা বেশি হলেও মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমেছে এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] এবং বয়স্ক শিক্ষার হার বেড়েছে। এ ছাড়া সামাজিক বিভিন্ন সূচকে এগিয়েছে দেশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্টাটিসটিকস অব বাংলাদেশ এসভিআরএস-২০১৩ জরিপের প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—বেড়েছে বর্গকিলোমিটার প্রতি জনসংখ্যার ঘনত্ব। ২০০৯ সালে এটি ছিল ৯৯৩ জন। যা ২০১৩ সালে ১ হাজার ৪৯ জনে দাঁড়িয়েছে। আর জনসংখ্যা হলো ১৫ কোটি ৪৭ লাখ। ২০০৯ সালে ছিল ১৪ কোটি ৬৭ লাখ। জরিপ অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে দেশে জন্মের হার অনেক কমেছে। ২০০৯ সালে প্রজনন হার ছিল ২.১৫। ২০১৩ সালে হয়েছে ২.১১। আর বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ৯ জন মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। মহিলার চেয়ে পুরুষের মধ্যে প্রতিবন্ধীর হার বেশি। প্রতি হাজারে পুরুষ ৯.৭ জন এবং মহিলা ৮.২ জন।

মাতৃমৃত্যুর হার : মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে। বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ২ দশমিক শূন্য তিন শতাংশ। শিশুমৃত্যুর হারও কমেছে। শিশুমৃত্যুর হার (১ বছরের নিচে) ২০০৯ সালে ছিল ৩৯ প্রতিহাজার জীবিত জন্মের ক্ষেত্রে এবং এই হার ২০১৩ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৩২-এ।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার : মানুষের মধ্যে টয়লেট ব্যবহারের হার বেড়েছে। স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহারের হার দাঁড়িয়েছে ৬৩ দশমিক ৩ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ৬৩ দশমিক ৮ শতাংশ।

শিক্ষার হার : দেশে বেড়েছে শিক্ষার হার। প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে শিক্ষার হার (১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব মানুষ) মোট ৬১ শতাংশ, ২০০৯ সালে ছিল ৫৮ দশমিক চার শতাংশ। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পুরুষের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬৫ দশমিক এক শতাংশ এবং নারীদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার ৫৬ দশমিক নয় শতাংশ। এক্ষেত্রে এখনো নারীরা পিছিয়ে রয়েছে। এ ছাড়া দেশে বয়স্ক শিক্ষার হার বেড়েছে। ২০০৯ সালে যা ছিল ৫৬.৭ ভাগ এবং এ হার ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬০ ভাগে।

বিদ্যুৎ ব্যবহার : আলোর উৎস ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় দেশে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে শতকরা ৬৬ দশমিক নয় শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ৬৫ দশমিক ছয় শতাংশ। ২০১১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এ হার ছিল ৬৩ দশমিক ছয় শতাংশ, ৫৪ দশমিক ছয় এবং ৫৪ দশমিক চার শতাংশ। কেরোসিনের আলো ব্যবহার করছে ৩২ দশমিক তিন শতাংশ মানুষ, যা ২০১২ সালে ছিল ৩৩ দশমিক এক শতাংশ। অন্যদিকে সৌর বিদ্যুৎসহ অন্যান্য উৎস থেকে আলো ব্যবহার করছে শূন্য দশমিক আট শতাংশ মানুষ।

নির্ভরশীল মানুষের হার : বাংলাদেশে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা কমেছে। বর্তমানে জাতীয়ভাবে শতকরা ৫৫ জন মানুষ নির্ভরশীল (শিশু, প্রতিবন্ধী, বেকার ইত্যাদি)। যা ২০১২ সালে ছিল ৫৬ শতাংশ, তার আগের তিন বছরে এ হার ছিল পর্যায়ক্রমে ৫৭ শতাংশ, ৬৫ শতাংশ এবং ৬৬ শতাংশ। এক্ষেত্রে পল্লি অঞ্চলে নির্ভরশীল মানুষের হার শতকরা ৬০ শতাংশ যা তার আগের বছর ২০১২ সালে ছিল ৬১ শতাংশ এবং শহর এলাকায় এ হার ৪৭ শতাংশ, যা তার আগের বছর ছিল ৪৮ শতাংশ।

www.kalerkantho.com
ঢাকা। ১৫ জুলাই ২০১৫। ৩১ আষাঢ় ১৪২২।
২৭ রমজান ১৪৩৬। বর্ষ ৬। সংখ্যা ১৮৪

কালের কণ্ঠ

গড় আয়ু এখন ৭০.৪ বছর

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিবিএসের প্রতিবেদন

বেড়েছে বয়স্ক লোকের সংখ্যা কমেছে কিশোর, তরুণ ও যুবক

সত্তরের দশকে একজন নারী গড়ে ছয়টি সন্তান জন্ম দিতেন। চার দশক পর সে সংখ্যা কমে দুইয়ে নেমেছে। ওই সময় জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরই বয়স ছিল ১৫ বছরের নিচে। এখন তা কমে ৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ শতাংশ। আর মোট প্রজনন হার ২.১১ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মোট প্রজনন হার কমে যাওয়ায় বয়স্কের সংখ্যা বেড়েছে। আর কমেছে ১৫ বছরের নিচের বয়সের জনসংখ্যা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি ছোট পরিবারে বিশ্বাস করে। এ কারণে কিশোর, তরুণ ও যুবকদের সংখ্যা কমেছে।

বিবিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। গড় আয়ু এখন ৭০.৪ বছর। পাঁচ বছর আগেও এটা ছিল ৬৭ বছর। পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি দীর্ঘায়ু। পুরুষরা গড়ে ৬৮ বছর ৮ মাস বাঁচে, নারীরা বাঁচে ৭১ বছর ২ মাস। গড় আয়ুর দিক দিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ।

জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নূর উন নবী চৌধুরী মনে করেন, গড় আয়ু বাড়ার কারণ দারিদ্র্য বিমোচন। দারিদ্র্য কমলে মৃত্যুহার কমে। আর মৃত্যুহার কমলে আয়ু বাড়ে।

অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, প্রজনন হার কমে যাওয়া ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এখন সোয়া এক কোটি মানুষ বয়স্ক। ২০৪১ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে চার কোটির ওপরে। এখন মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ৫৯ বছরের

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে। এটিকে বলা হয় জনসংখ্যার বোনাসকাল। তাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুললে তারা অর্থনীতি ও জিডিপিতে অবদান রাখবে। আর দক্ষ না হলে রাষ্ট্রের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ (এসভিআরএস রিপোর্ট ২০১৩) শিরোনামে প্রতিবেদনটি গতকাল মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে বিবিএস। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিসংখ্যান ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা। সভাপতিত্ব করেন বিবিএস মহাপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব এম এ মান্নান ও বিবিএসের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বাইতুল আমিন ভূঁইয়া। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমএসভিএসবি প্রকল্পের পরিচালক এ কে এম আশরাফুল হক।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্যান্য সামাজিক সূচকের সঙ্গে শিক্ষার হারও বেড়েছে। শিক্ষার হার (১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব মানুষ) এখন ৬১ শতাংশ। ২০০৯ সালে ছিল ৫৮ দশমিক ৪ শতাংশ। পুরুষের ক্ষেত্রে শিক্ষার হার ৬৪ দশমিক ২ শতাংশ এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৫৭ দশমিক ৮ শতাংশ।

বিবিএস বলছে, এখন বিদ্যুৎ সুবিধা পায় ৬৭ শতাংশ মানুষ। ৩২ শতাংশ কেরোসিন ব্যবহার করে। ৯৭.৫ শতাংশ মানুষ ট্যাপ ও নলকূপের পানি ব্যবহার করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স ১৮.৪ বছর। আর পুরুষের গড় বিয়ের বয়স ২৪.৩ বছর। অবিবাহিত পুরুষের হার ৩৯.৫ শতাংশ। অবিবাহিত নারীর হার ২৬.৫ শতাংশ।

বিবিএস বলছে, গত এক দশকে দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশে নেমেছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। সরকারের টিকাদান কর্মসূচিসহ নানা ধরনের উদ্যোগে মহামারি রোগ কমেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

পাক্ষিক
www.sramikawaz.com
শ্রমিক আওয়াজ
মেহনতি মানুষের পক্ষের কাগজ
ঢাকা ❑ বুধবার ❑ ১৫ জুলাই ২০১৫

গড় আয় ৭০ দশমিক ৪, শিক্ষার হার ৬০ শতাংশ

আওয়াজ প্রতিবেদক

দেশে গড় আয়ুস্কাল ৭০ দশমিক ৪ বছরে উন্নিত হয়েছে। ২০১২ সালের এ হার ছিল ৭৯ দশমিক ৪ বছর। শিক্ষার হার উন্নিত হয়েছে ৬০ শতাংশে। মঙ্গলবার পরিসংক্যান ব্যুরোর 'মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্টাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ' (এমএসভিএসবি) শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। পরিসংখ্যান ব্যুরোর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা। সভাপতিত্ব করেন মহাসচিব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ। তথ্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন প্রকল্প পরিচালক একেএম আশরাফুল হক।

প্রতিবেদন প্রকাশকালে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা বলেন, বিশ্বব্যাপীর কাছে বাংলাদেশ মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এর ধারাহিকতায় মানব উন্নয়নে এ অগ্রগতি হচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষের জীবনের পরিবর্তনে একটি ইতিবাচক চিত্র পেয়েছি। এ অগ্রগতি আমাদের সামনে এগিয়ে চলার একটি মাইল ফলক।

মহিলাদের গড় আয়ুস্কাল ৭১ দশমিক ২ বছর এবং পুরুষের ৬৮ দশমিক ৮ বছর। ২০০৯ সালে গড় আয়ুস্কাল ছিল ৬৭ দশমিক ২ বছর। মহিলাদের ছিল ৬৮ দশমিক ৭ বছর, পুরুষের ছিল ৬৬ দশমিক ১ বছর। ২০১৩ সালে আশানুরুপ উন্নতি হয়নি মেয়েদের বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে। ২০০৯ সালে মেয়েদের গড় বিয়ের বয়স ছিল ১৮ দশমিক ৫ বছর, ২০১৩ সালে কমে দাঁড়ায় ১৮ দশমিক ৪ বছর। পুরুষের বিয়ের বয়স ২৩ দশমিক ৮ বছর থেকে বেড়ে ২৪ দশমিক ৩ বছর হয়েছে।

প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ২০১৩ সালের সংগৃহিত নমুনার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়। মোট জনসংখ্যার ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষের বয়স ১৫ বছরের নীচে। উচ্চ জন্মশীলতার কারণে এমনটা হচ্ছে। এ সময়ে শিক্ষার হারও বেড়েছে। ২০০৯ সালে গড় শিক্ষার হার ছিল ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০১৩ সালে উন্নিত হয়েছে ৬০ শতাংশ। গ্রামের চেয়ে শহরের শিক্ষার হার ৩০ শতাংশ বেশি। প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছে দেশের পরিবারগুলো উচ্চ মাত্রায় পুরুষ তারা নিয়ন্ত্রিত। এবং তা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সর্বশেষ ৮৮ দশমিক ৪ শতাংশ পরিবার পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ২০০৯ সালে এ হার ছিল ৮৭ দশমিক ১ শতাংশ। অন্যদিকে পরিবারের প্রধান হিসাবে মহিলারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। ২০০৯ সালে এ হার ছিল ১২ দশমিক ৯ শতাংশ। ২০১৩ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১১ দশমিক ৬ শতাংশ।

পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার বেড়েছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতো ৫৪ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ। ২০১৩ সালে এর হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশ। এ সময়ে কেরোসিনের ব্যবহার কমেছে। ২০০৯ সালে ছিল ৪৫ দমমিক ৬ শতাংশ মানুষ। ২০১৩ সালে এর হার দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ৩ শতাংশে।

২০১৩ সালের মুসলিম ধর্মাম্বলীর সংখ্যা কমেছে। বেড়েছে অন্যান্য ধর্মাম্বলী মানুষের সংখ্যা। ২০১৩ সালে মুসলিম ধর্মাম্বলীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৯ দশমিক ১ শতাংশ। ২০০৯ সালে এ হার ছিল ৮৯ দশমিক ৪ শতাংশ। ২০০৯ সালে হিন্দু বৌদ্ধ ও খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মম্বালী মানুষের সংখ্যা ছিল ১০৬ শতাংশ। ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১০ দশমিক ৯ শতাংশ। তবে ২০১১ সালের তুলনায় অন্যান্য ধর্মাম্বলীর সংখ্যা কিছুটা কমেছে।

বুধবার ১৫ জুলাই ২০১৫ ■ ৩১ আষাঢ় ১৪২২ | আমাদের সময়

দেশের মানুষের গড় আয়ু ৭০ বছর

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান গড় আয়ু ৭০ বছর ৪ মাস, যা ২০০৯ সালে ছিল ৬৭ বছর ২ মাস। এক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে মহিলাদের বেশি। মহিলাদের গড় আয়ু হচ্ছে ৭০ বছর ২ মাস, যা ২০০৯ সালে ছিল ৬৮ বছর ৭ মাস। আর বর্তমানে পুরুষের গড় আয়ু ৬৮ বছর ৮ মাস, যা ২০০৯ সালে ছিল ৬৬ বছর ১ মাস। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিসংখ্যান ভবনে এসব তথ্য এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

(শেষ পৃষ্ঠার পর) প্রকাশ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্টাটিসটিকস অব বাংলাদেশ এসভি আরএস ২০১৩-এর জরিপ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

গড় আয়ু ছাড়াও প্রতিবেদনে মাতৃ মৃত্যুহারের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে মাতৃ মৃত্যুহার কমেছে। বর্তমানে মাতৃ মৃত্যুহার ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ২ দশমিক শূন্য তিন শতাংশ। তার আগের কয়েক বছরে যথাক্রমে এ হার ছিল ২ দশমিক ৯, ২ দশমিক ১৬ এবং ২ দশমিক ৫৯ শতাংশ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, দেশে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ, যা ২০১২ সালে ছিল ৬৫ দশমিক ছয় শতাংশ। ২০০৯ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এ হার ছিল ৫৪ দশমিক ৪ শতাংশ, ৫৪ দশমিক ৬ এবং ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ। আর কেরোসিনের আলো ব্যবহার করছে ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ, যা ২০১২ সালে ছিল ৩৩ দশমিক ১ শতাংশ। অন্যদিকে সৌর বিদ্যুৎসহ অন্যান্য উৎস থেকে আলো ব্যবহার করছে শূন্য দশমিক আট শতাংশ মানুষ।

সংস্থাটির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব এমএ মান্নান ও বিবিএসের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বাইতুল আমিন ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমএসভিএসবি প্রকল্পের পরিচালক একেএম আশরাফুল হক।

প্রতিবেদনে উঠে আসা আরও কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহারে জানানো হয়েছে– মানুষের মধ্যে টয়লেট ব্যবহারের হার বেড়েছে। স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহারের হার দাঁড়িয়েছে ৬৩ দশমিক ৩ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ৬৩ দশমিক ৮ শতাংশ। তার আগের তিন বছর এই হার ছিল পর্যায়ক্রমে ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ, ৬৩ দশমিক ৫ এবং ৬২ দশমিক ৭ শতাংশ। অন্যান্য পায়খানার ব্যবহার হচ্ছে ৩৪ দশমিক ৫ শতাংশ, যা ২০০৯ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ছিল পর্যায়ক্রমে ৩০ দশমিক ১ শতাংশ, ৩৪ দশমিক ৩, ৩৩ দশমিক ৭ এবং ৩৩ দশমিক ৬ শতাংশ।

প্রতিবেদনে শিক্ষার হারে বলা হয়, দেশে শিক্ষার হার (১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব মানুষ) বর্তমানে মোট ৬১ শতাংশ, ২০০৯ সালে যা ছিল ৫৮ দশমিক চার শতাংশ। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পুরুষের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬৫ দশমিক এক শতাংশ এবং মহিলার ক্ষেত্রে এ হার ৫৬ দশমিক নয় শতাংশ। এক্ষেত্রে এখনো মহিলারা পিছিয়ে রয়েছে।

আর দেশে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাও তুলনামূলক কমেছে। বর্তমানে জাতীয়ভাবে শতকরা ৫৫ জন নির্ভরশীল (শিশু, প্রতিবন্ধী, বেকার ইত্যাদি), যা ২০১২ সালে ছিল ৫৬ শতাংশ, তার আগের তিন বছরে এ হার ছিল পর্যায়ক্রমে ৫৭ শতাংশ, ৬৫ শতাংশ এবং ৬৬ শতাংশ। এক্ষেত্রে পল্লি অঞ্চলে নির্ভরশীল মানুষের হার শতকরা ৬০ শতাংশ, যা তার আগের বছর ২০১২ সালে ছিল ৬১ শতাংশ এবং শহর এলাকায় এ হার ৪৭ শতাংশ, যা তার আগের বছর ছিল ৪৮ শতাংশ।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এ প্রকল্পটির কার্যক্রম বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর একটি নিয়মিত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৮০ সাল থেকে আন্তঃশুমারি সময়ের জনতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহের জন্য এ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০১৩ সাল থেকে দেড় হাজার নমুনা এলাকায় এ কার্যক্রম চলছে, যেখানে প্রায় এক লাখ ৫০ হাজার পরিবার থেকে নিয়মিত জনতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রায় ছয় লাখ ৭৫ হাজার জনকে এ প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহের আওতায় নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।

বর্তমানে তথ্যের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য আরও ৫১২টি নমুনা এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এ বছর থেকেই তার কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শুমারি মধ্যবর্তী বছরগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপাদানসমূহ যথা– জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, আগমন, বহির্গমন এবং আর্থসামাজিক তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিয়মিতভাবে প্রকাশের মাধ্যমে পরিকল্পনাবিদ ও নীতিনির্ধারকগণকে সুষ্ঠু ও তথ্যভিত্তিক জনসংখ্যা পরিকল্পনায় সহায়তা করা।

নয়া দিগন্ত
বুধবার
ঢাকা, ৩১ আষাঢ় ১৪২২
২৭ রমজান ১৪৩৬
১৫ জুলাই ২০১৫
www.dailynayadiganta.com

মহিলাদের গড় আয়ু পুরুষের চেয়ে বেশি

গড় আয়ু ৭০.৪ বছর

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। ২০০৯ সালের ৬৭.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে তা ৭০.৪ বছরে দাঁড়িয়েছে। তবে মহিলাদের গড় আয়ু পুরুষের চেয়েও বেশি। বাংলাদেশে মহিলাদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা ২০ লাখ বেশি। শহরের তুলনায় পল্লীতে মরণশীলতা বেশি বলে জানিয়েছে পরিসংখ্যান ব্যুরো।

বিবিএস মিলনায়তনে গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে এসভিআরএস '১৩ প্রতিবেদন প্রকাশ করে এই তথ্য জানানো হয়। বিবিএসের মহাপরিচালক আবদুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য এসআইডি সচিব কানিজ ফাতেমা। প্রকল্প পরিচালক ■ *১৩ পৃ: ৬-এর কলামে*

শেষ পৃষ্ঠার পর

আশরাফুল ইসলাম জরিপের প্রতিবেদন তুলে ধরেন।

বিবিএসের জরিপে বলা হয়েছে, দেশে পুরুষের গড় আয়ু যেখানে ৬৮.৮ বছর, সেখানে মহিলাদের ৭১.২ বছর। মোট ১৫ কোটি ৪৭ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৭ কোটি ৮৩ লাখ আর মহিলার সংখ্যা ৭ কোটি ৬৪ লাখ। বেড়েছে বর্গকিলোমিটার প্রতি জনসংখ্যার ঘনত্ব। ২০০৯ সালে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৯৯৩ জন, যা ২০১৩ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪৯ জনে। ২০০৯ সালে মোট জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৬৭ লাখ জন। আবার নির্ভরশীলতার অনুপাত শহরের চেয়ে পল্লীতে বেশি। শহরে ৫০ শতাংশ এবং গ্রামে ৬১ শতাংশ। বর্তমানে জাতীয়ভাবে শতকরা ৫৫ জন মানুষ নির্ভরশীল (শিশু, প্রতিবন্ধী, বেকার), যা ২০১২ সালে ছিল ৫৬ শতাংশ তার আগের তিন বছরে এ হার ছিল পর্যায়ক্রমে ৫৭ শতাংশ, ৬৫ শতাংশ ও ৬৬ শতাংশ। সাধারণ প্রজনন হার ২০০৯ সালের ২.১৫ শতাংশ থেকে কমে ২০১৩ সালে ২.১১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ৯ জন মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। মহিলাদের চেয়ে পুরুষের মধ্যে প্রতিবন্ধী বেশি। প্রতি হাজারে পুরুষ ৯.৭ জন এবং মহিলা ৮.২ জন প্রতিবন্ধী। মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারের হার বেড়েছে। স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহারের হার দাঁড়িয়েছে ৬৩.৩ শতাংশ। যা ২০১২ সালে ছিল ৬৩.৮ শতাংশ।

শিক্ষার হার : দেশে বেড়েছে শিক্ষার হার। প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে শিক্ষার হার (১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব মানুষ) ৬১ শতাংশ। ২০০৯ সালে ছিল ৫৮.৪ শতাংশ। পুরুষের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬৫.১ শতাংশ এবং নারীদের ক্ষেত্রে হার ৫৬.৯ শতাংশ। এ ক্ষেত্রে এখনো নারীরা পিছিয়ে রয়েছে।

বিদ্যুৎ ব্যবহার : আলোর উৎস ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় দেশে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে শতকরা ৬৬.৯ জন, যা ২০১২ সালে ছিল ৬৫.৬ শতাংশ। ২০১১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এ হার ছিল ৬৩.৬ শতাংশ, ৫৪.৬ এবং ৫৪.৪ শতাংশ। কেরোসিনের আলো ব্যবহার করছে ৩২.৩ শতাংশ মানুষ, যা ২০১২ সালে ছিল ৩৩.১ শতাংশ। অন্য দিকে সৌরবিদ্যুৎসহ অন্যান্য উৎস থেকে আলো ব্যবহার করছে শূন্য দশমিক আট শতাংশ মানুষ।

আলোকিত বাংলাদেশ
www.alokitobangladesh.com
রেজিঃ নং-ডিএ ৬১৯৮ ■ বর্ষ ৫ সংখ্যা ৩১০
৩১ আষাঢ় ১৪২২ ■ ২৭ রমজান ১৪৩৬ হিজরি
১৫ জুলাই ২০১৫

দেশে মানুষের গড় আয়ু ৭০ বছর ৪ মাস

পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

৭০ বছরের সীমা পেরিয়েছে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক হিসাবে ২০১৩ সালের শেষে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭০ বছর ৪ মাসে উন্নীত হয়েছে। বিবিএস পরিচালিত মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ এসভিআরএস-২০১৩ জরিপের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। মঙ্গলবার পরিসংখ্যান ভবনে প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা। বিবিএস মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সফিকুল ইসলাম ও এম এ মান্নান। অনুষ্ঠানে প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন প্রকল্পের পরিচালক এ কে এম আশরাফুল হক।

জরিপের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আলোর উৎস হিসেবে বিদ্যুতের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

সুবিধা পাচ্ছেন বাংলাদেশের ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ। এ সময়ে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারও বেড়েছে। স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহার দাঁড়িয়েছে ৬৪ দশমিক ২ শতাংশে। এ সময়ে শিক্ষার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১ শতাংশে। সাম্প্রতিক সময়ে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হারও কমেছে। বেড়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের প্রবণতা।

এতে বলা হয়েছে, ২০১৩ সালে দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়ে ৭০ বছর ৪ মাসে উন্নীত হয়েছে। ২০১২ সালে গড় আয়ু ছিল ৬৯ বছর ৪ মাস। ২০১১ সালে ৬৯ বছর, ২০১০ সালে ৬৭ বছর ৭ মাস এবং ২০০৯ সালে গড় আয়ু ছিল ৬৬ বছর ১ মাস। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে পুরুষের গড় আয়ু ৬৮ বছর ৮ মাস। অন্যদিকে মহিলাদের গড় আয়ু ৭০ বছর ৪ মাস। ২০১২ সালে পুরুষের গড় আয়ু ছিল ৬৮ বছর ২ মাস। ২০১১ সালে ৬৭ বছর ৯ মাস, ২০১০ সালে ৬৬ বছর ৬ মাস এবং ২০০৯ সালে পুরুষের গড় আয়ু ছিল ৬৬ বছর ১ মাস। অন্যদিকে মহিলাদের গড় আয়ু ২০১২ সালে ছিল ৬৯ বছর ৪ মাস, ২০১১ সালে ৬৯ বছর, ২০১০ সালে ৬৭ বছর ৭ মাস এবং ২০০৯ সালে ছিল ৬৭ বছর ২ মাস।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, আলোর উৎস হিসেবে বর্তমানে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন দেশের ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ। ২০১২ সালে বিদ্যুতের সুবিধা পেতেন ৬৫ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ। ২০১১ সালে ৬৩ দশমিক ৩ শতাংশ, ২০১০ সালে ৫৪ দশমিক ৬ ও ২০০৯ সালে ৫৪ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় ছিলেন। বর্তমানে ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ কেরোসিনের আলো ব্যবহার করছেন। ২০১২ সালে এ হার ছিল ৩৩ দশমিক ১ শতাংশ।

বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের সুযোগ সাম্প্রতিক সময়ে বেড়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়, বর্তমানে ট্যাপ ও নলকূপের পানি ব্যবহার করছেন ৯৮ দশমিক ৫ ভাগ মানুষ। ২০১২ সালে এর হার ছিল ৯৮ দশমিক ৩ শতাংশ। ২০১১ সালে ৯৮ দশমিক ২ শতাংশ, ২০১০ ও ২০০৯ সালে ৯৮ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ বিশুদ্ধ খাবার পানি পেয়েছেন। অন্যান্য কাজে ট্যাপ ও নলকূপের পানির ব্যবহার ৬৩ দশমিক ৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। ২০১২ সালে এ হার ছিল ৬০ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০১১ সালে ৬০ দশমিক ৪ শতাংশ, ২০১০ সালে ৫৫ দশমিক ৫ শতাংশ ও ২০০৯ সালে ৫৪ দশমিক ৭ শতাংশ মানুষ গৃহস্থালি কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহারের আওতায় ছিলেন।

স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহারের হার ৬৪ দশমিক ২ শতাংশে উঠে এসেছে বলে জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে। ২০১২ সালে এ হার ছিল ৬৩ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০০৯ সালে ছিল ৬২ দশমিক ৭ শতাংশ। স্যানিটারি পায়খানার ব্যবহার বাড়ায় অন্যান্য পায়খানা ব্যবহারের হার কমেছে বলেও এতে উল্লেখ করা হয়।

১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী মানুষের শিক্ষার হার ৬১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১২ সালে এর হার ছিল ৬০ দশমিক ৭ শতাংশ। শিক্ষার হার ২০১১ সালে ৫৮ দশমিক ৮ শতাংশ, ২০১০ সালে ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ ও ২০০৯ সালে ৫৮ দশমিক ৪ শতাংশ ছিল। ২০১৩ সালে পুরুষের সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬৫ দশমিক ১ শতাংশে। এ সময়ে মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৫৬ দশমিক ৯ শতাংশ।

পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যু হাজারে ৪১ জনে নেমে এসেছে। আগের বছরে এ সংখ্যা ছিল ৪২। ২০০৯ সালে প্রতি হাজারে ৫০ শিশু মারা গেছে। একই সঙ্গে মাতৃমৃত্যু প্রতি হাজারে ১ দশমিক ৯৭ জনে নেমে এসেছে। ২০১২ সালে ছিল ২ দশমিক ০৩ জন। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার ৬২ দশমিক ২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে বলে জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে। এছাড়া মানবিক বিভিন্ন সূচকেও দেশ অনেক এগিয়েছে বলে প্রতিবেদনটিতে উঠে এসেছে।

যুগান্তর | বুধবার ১৫ জুলাই ২০১৫
৩১ আষাঢ় ১৪২২

বিবিএসের প্রতিবেদন

৩৩ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধাবঞ্চিত

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের ৩৩ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ এখনও বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে রয়েছেন। এসব মানুষ আলোর উৎস হিসেবে কেরোসিনের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক প্রতিবেদনে বলা হয়, আলোর উৎস হিসেবে দেশে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন শতকরা ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ। এর বাইরে ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ কেরোসিনকে আলোর উৎস হিসেবে ব্যবহার করেন। বাকি শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ অন্যান্য মাধ্যম থেকে আলো পেয়ে থাকেন। এছাড়া দেশে ৩৬ দশমিক ৭ শতাংশ মানুষ স্যানিটারি সুবিধা পান না। তবে একই সময়ে বেশ কয়েকটি খাতে ভালো অগ্রগতি হয়েছে। এর মধ্যে মানুষের গড় আয়ু ১ বছর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ বছর ৪ মাস। বেড়েছে স্বাক্ষরতার হারও। ২০১৩ সালের হিসাব অনুসারে এসব তথ্য প্রকাশ করে বিবিএস।

মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিবিএস মিলনায়তনে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়। মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস অব বাংলাদেশ (এমএসভিএসভি) ২০১৩ শীর্ষক জরিপের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক একেএম আশরাফুল হক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা, অতিরিক্ত সচিব সফিকুল ইসলাম, বিবিএসের উপপরিচালক এমএ মান্নান হাওলাদার ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক বাইতুল আমিন ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিএসের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৩ সালে দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ বছর ৪ মাস, যা তার আগের বছরের চেয়ে ১ বছর বেশি। এর মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর গড় আয়ু বেশি। নারীর গড় আয়ু হচ্ছে ৭১ বছর ২ মাস আর পুরুষের গড় আয়ু হচ্ছে ৩৮ দশমিক ৮ মাস। ২০১২ সালে নারীর গড় আয়ু ছিল ৭০ বছর ৭ মাস, পুরুষের ছিল ৬৮ বছর ২ মাস।

রিপোর্ট অনুসারে আলোর উৎস হিসেবে দেশে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ৬৫ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০১১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে। কেরোসিনের আলো ব্যবহার করছেন ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ, যা ২০১২ সালে ছিল ৩৩ দশমিক ১ শতাংশ। এর বাইরে অন্যান্য উৎস থেকে আলো ব্যবহার করছেন শূন্য দশমিক আট শতাংশ মানুষ।

প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১২ সালে দেশের ৬৩ দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ স্যানিটারি টয়লেট সুবিধার আওতায় ছিল। ২০১৩ সালে এসে কমে দাঁড়িয়েছে ৬৩ দশমিক ৩ শতাংশে। এ হিসাবে স্যানিটারি ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমেছে। তথ্য অনুসারে ৩৪ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ অন্যান্য পন্থায় প্রাকৃতিক ডাকের কার্য সম্পাদন করেন। আর খোলা মাঠে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেন ২ দশমিক ২ শতাংশ মানুষ।

এমএসভিএসবি প্রকল্পের আওতায় নমুনা নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে প্রতিবছর আর্থসামাজিকের সূচকগুলো তৈরি করে বিবিএস। প্রতি ১০ বছর **সুবিধাবঞ্চিত : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩**

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পর আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। তবে আদমশুমারি হতে শুমারি পরবর্তী বছরভিত্তিক জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক সূচকের পরিবর্তনের হিসাব পাওয়া যায় না। তাই এমএসভিএসবি প্রকল্পের মাধ্যমে জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহযোগিতা করে বিবিএস।

কানিজ ফাতেমা বলেন, এসব পরিসংখ্যানিক তথ্য সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাস্তবে আমাদের দেশে এখনও ব্যাপক বৈষম্য রয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে গেলে এর কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, বৈষম্য কমিয়ে আনতে অনেক কিছু করার আছে। এসব পরিসংখ্যানিক তথ্য তাদের জন্য কাজ করতে সহায়ক হবে।

এ কে এম আশরাফুল হক বলেন, দেশের মাতৃমৃত্যু হার, শিশুমৃত্যু হার, গড় আয়ুষ্কাল, শিক্ষার হার, বয়স্ক শিক্ষা, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, আগমন, নির্গমন, বহির্গমন, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, প্রতিবন্ধী, এইচআইভি/এইডসসহ গুরুত্বপূর্ণ আর্থসামাজিক সূচকের তথ্য সংগ্রহ করা হয় এমএসভিএসবি প্রকল্পের মাধ্যমে। যা ব্যাপক তদারকি করা হচ্ছে। যাতে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভুল না হয়।

জরিপের মরণশীলতার প্রতিটি সূচকে বলা হয়েছে, পুরুষের মৃত্যুহার নারীর চেয়ে বেশি। শহরের তুলনায় পল্লীতে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি। পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার শহরে যেখানে হাজারে ৩৫ সেখানে পল্লীতে ৪৩ জন। এ বয়সী শিশুদের মধ্যে হাজারে ৪৫ জন মারা যায়। সেখানে নারীশিশু মারা যায় ৪১ জন। মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে বলেও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ২ দশমিক শূন্য তিন শতাংশ। আর্থসামাজিকের অন্যান্য সূচকেও বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। বিবিএসের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে। বর্তমানে শিশুমৃত্যু হার কমে দাঁড়িয়েছে গড়ে ৪১ জন। ২০০৯ সালে এক হাজারে শিশু মৃত্যুর ঘটত ৫০টি।

দেশের শিক্ষার হারও বেড়েছে বলে জরিপে বেরিয়ে এসেছে। দেশে শিক্ষার হার (১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব মানুষ) মোট ৬১ শতাংশ, ২০০৯ সালে ছিল ৫৮ দশমিক চার শতাংশ। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পুরুষের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬৪ দশমিক ২ শতাংশ এবং নারীর ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার ৫৭ দশমিক ৮ শতাংশ।

গড় আয়ু ছাড়াও প্রতিবেদনে মাতৃ মৃত্যুহারের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে। বর্তমানে মাতৃ মৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ২ দশমিক শূন্য তিন শতাংশ। তার আগের কয়েক বছরে যথাক্রমে এ হার ছিল ২ দশমিক ৯ শতাংশ, ২ দশমিক ১৬ শতাংশ এবং ২ দশমিক ৫৯ শতাংশ।

প্রতিবেদন অনুসারে, গত পাঁচ বছরের বিবাহের গড় বয়স প্রায় স্থিতি অবস্থায় রয়েছে। ২০০৯ সালে পুরুষের বিবাহের গড় বয়স ছিল ২৩ দশমিক ৮ বছর এবং নারীর বিবাহের গড় বয়স ছিল ১৮ দশমিক ৫ বছর। ২০১৩ সালে পুরুষের বিবাহের গড় বয়স হয়েছে ২৪ দশমিক ৩ বছর এবং নারীর বিবাহের গড় বয়স হয়েছে ১৮ দশমিক ৪ বছর। গত পাঁচ বছরে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার বেশ বেড়েছে। ২০০৯ সালে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ছিল ৫৬ দশমিক ৪ শতাংশ। ২০১৩ সালে এ হার হয়েছে ৬২ দশমিক ৪ শতাংশ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ৯ জন মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। নারীদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে প্রতিবন্ধীর হার বেশি। ২০১৩ সালে পুরুষ প্রতিবন্ধীর হার প্রতি হাজারে ৯ দশমিক ৭ এবং নারী প্রতিবন্ধীর হার ৮ দশমিক ২ জন।

২০১৩ সাল থেকে প্রথমবারের মতো এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের ক্ষেত্রে ১৫-৪৯ বছরের নারীদের জ্ঞান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে বিবিএস। তথ্য অনুসারে, মাত্র ১৯ ভাগ নারী এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের সব পদ্ধতি সম্পর্কে জানে।

আমাদের অর্থনীতি
সম্পাদক ও প্রকাশক : নাঈমুল ইসলাম খান
বার্তা ও বাণিজ্য বিভাগ : ১৯/৩ বীর উত্তম কাজী নুরুজ্জামান সড়ক, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯১২৬৭৯১, ফ্যাক্স : ৯১২৮৭৪৮। ছাপাখানা : কাগজ প্রেস ২২/এ কুনিপাড়া তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

গড় আয়ু ৭০.৪ বছর

শিক্ষার হার বেড়ে ৬০ শতাংশ
কমেছে মুসলিম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা

জাফর আহমদ : দেশের মানুষের গড় আয়ু ৭০ দশমিক ৪ বছরে উন্নীত হয়েছে। ২০১২ সালে এ হার ছিল ৭৯ দশমিক ৪ বছর। শিক্ষার হার উন্নীত হয়েছে ৬০ শতাংশে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়লেও কমেছে মুসলিম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা।

গতকাল মঙ্গলবার পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্টাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ (এমএসভিএসবি) শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ১

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কানিজ ফাতেমা। সভাপতিত্ব করেন মহাসচিব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ। তথ্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন প্রকল্প পরিচালক একেএম আশরাফুল হক।

প্রতিবেদন প্রকাশকালে কানিজ ফাতেমা বলেন, বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এর ধারাহিকতায় মানব উন্নয়নে এ অগ্রগতি হচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষের জীবনের পরিবর্তনে একটি ইতিবাচক চিত্র পেয়েছি। এ অগ্রগতি আমাদের সামনে এগিয়ে চলার একটি মাইলফলক।

মহিলাদের গড় আয়ু ৭১ দশমিক ২ বছর এবং পুরুষের ৬৮ দশমিক ৮ বছর। ২০০৯ সালে গড় আয়ু ছিল ৬৭ দশমিক ২ বছর। মহিলাদের ছিল ৬৮ দশমিক ৭ বছর, পুরুষের ছিল ৬৬ দশমিক ১ বছর। ২০১৩ সালে আশানুরূপ উন্নতি হয়নি মেয়েদের বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে। ২০০৯ সালে মেয়েদের গড় বিয়ের বয়স ছিল ১৮ দশমিক ৫ বছর, ২০১৩ সালে কমে দাঁড়ায় ১৮ দশমিক ৪ বছর। পুরুষের বিয়ের বয়স ২৩ দশমিক ৮ বছর থেকে বেড়ে ২৪ দশমিক ৩ বছর হয়েছে।

প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ২০১৩ সালের সংগৃহীত নমুনার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়। মোট জনসংখ্যার ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ শতাংশ মানুষের বয়স ১৫ বছরের নিচে। উচ্চ জন্মশীলতার কারণে এমনটা হচ্ছে। এ সময়ে শিক্ষার হারও বেড়েছে। ২০০৯ সালে গড় শিক্ষার হার ছিল ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০১৩ সালে উন্নীত হয়েছে ৬০ শতাংশে। গ্রামের চেয়ে শহরের শিক্ষার হার ৩০ শতাংশ বেশি।

২০১৩ সালের মুসলিম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কমেছে। বেড়েছে অন্যান্য ধর্মাম্বলী মানুষের সংখ্যা। ২০১৩ সালে মুসলিম ধর্মাম্বলীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৯ দশমিক ১ শতাংশ। ২০০৯ সালে এ হার ছিল ৮৯ দশমিক ৪ শতাংশ। ২০০৯ সালে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা ছিল ১০ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১০ দশমিক ৯ শতাংশ। তবে ২০১১ সালের তুলনায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কিছুটা কমেছে। সম্পাদনা : সানায়ার হোসেন

theindependent DHAKA, WEDNESDAY JULY 15, 2015
www.theindependentbd.com

Life expectancy rises slightly

STAFF REPORTER

Life expectancy at birth has increased on an average by 0.64 years annually over the last five years, reaching 70.4 years in 2013 from 67.2 years in 2009, according to a report on Sample Vital Statistics System (SVRS).

The life expectancy of females has reached 71.2 years while for males the figure is 68.8 years.

Secretary of the Statistics and Information Division, Kaniz Fatema, released the report at the auditorium of the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) at Agargaon in the city yesterday.

BBS director general Mohammad Abdul Wazed chaired the

FROM PAGE 1 COL 8

programme. Additional secretaries M Shafiul Islam, MA Mannan Howlader, and Md Baitul Amin Bhuiyan also addressed the programme. Project director AMK Ashraful Haque made a PowerPoint presentation on the report.

The SVRS report observed that the gain is somewhat pronounced among males compared to females.

The crude death rate is reported to be 5.3 per 1,000 population, with a rate of 5.6 in rural areas and 4.6 in urban areas. This rate has declined from 5.8 in 2009 to 5.3 in 2013. A similar decline was noted in the infant mortality rate: 39 per 1,000 live births in 2009 to 32 in 2013.

In line with this decline, the neo-natal mortality rate has also fallen from 28 deaths per 1,000 live births in 2009 to 21 deaths per 1,000 live births in 2013, without recording any male-female differentials.

Post-neonatal mortality rate remained static over the last five years centred on the neighbourhood of 11 deaths per 1,000 live births. Child mortality has been estimated to be 2.2 deaths per 1,000 children, which is lower by only 0.1 deaths than the figures of previous years and 0.4 than the one reported in 2009.

Under-five mortality has also demonstrated a similar decline: from 50 deaths per 1,000 live births in 2009 to 41 deaths in 2013. In all cases, males have been found to experience higher mortality risk than females.

This is true for both urban and rural areas, and rural children run a higher risk of mortality than urban children. The maternal mortality ratio has shown a consistent fall over the last five years, from 2.59 maternal deaths per 1,000 live births in 2009 to 1.97 in 2013.

The crude birth rate, the simplest measure of fertility, has been estimated to be 19 per population of 1,000. The rural CBR, as expected, is higher than the urban CBR, 19.3 against 18.2.

The general fertility rate worked out to 71 per 1,000 women, with 73 in rural areas and 63 in urban areas. The fertility rate remains in the neighbourhood of 2.1, which is marginally lower than the rate (2.12) in the previous year. A comparison of all these alternative measures of fertility tends to demonstrate that fertility in Bangladesh has shown a modest decline over the last five years.

The age at marriage has remained nearly static over the last five years. For example, while the mean age at marriage, as recorded in 2009, was 23.8 years for males and 18.5 for females, these mean ages were estimated to be 24.3 years and 18.4 years in 2013 respectively. A close examination of the mean age at marriage by urban-rural residence conveys the same message.

The migratory behaviour of the population in the SVRS area demonstrates a balancing scenario. The overall in-migration rate was estimated to be 40.4 per population of 1,000 as against an out-migration rate of 39.9, resulting in a net migration of only 0.5 per population of 1,000. Urban in-migration rate (70.4) compared to rural migration (31.7) was significantly higher. This is also true for the out-migration rate, 68.1 versus 31.7.

The rate of contraceptive prevalence has shown a moderate increase over the last five years, from 56.4 in 2009 to 62.4 in 2013, an increase of around 11 per cent in 54 years. The urban women are greater in proportion (64.1 per cent) than their rural counterparts (61.8 per cent) in the use of contraceptives. Of the total users, modern method users constitute 60 per cent while the remaining 2.4 per cent adopt traditional methods.

Life expectancy up by 3 years

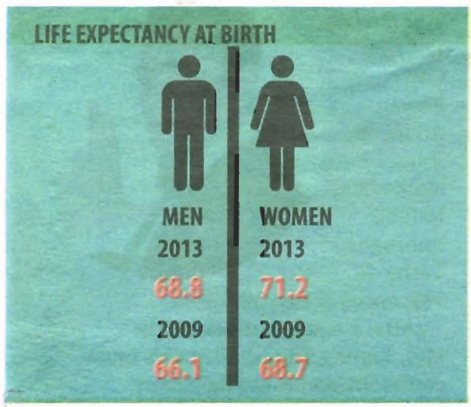

IMPROVEMENT IN OTHER HEALTH INDICATORS

	2009	2013
Literacy rate (per 100)	56.7	57.2
Birth rate	19.4	19
Mortality rate	5.8	5.3
Maternal mortality ratio	2.59	1.97
Infant mortality	39	31
Under-5 child death rate	50	41
Marriage rate	13.2	13
Dependency ratio (per 100)	66	58

Kayes Sohel

The average life expectancy in Bangladesh has gone up by around three years, from 67.2 years in 2009 to 70.4 years in 2013, according to a Bangladesh Bureau of Statistics study.

Released yesterday, the study, on Sample Vital Registration System, revealed that the female population is living longer than the males, as life expectancy of females has increased from 68.7 years to 71.2 years, whereas for males it has increased from 66.1 years to 68.8 years.

The World Health Organisation defines life expectancy as the average number of years a person is expected to live on the basis of the current mortality rates and prevalent healthcare facilities in a population.

In 1980, the average life expectancy in Bangladesh was around 48 years in 1980, which steadily climbed to around 60 years in 1990, 65 in 2000 and 67.7 in 2010.

"Increasing access to healthcare facility, immunisation, nutrition and overall economic development are the prime reason for increased life expectancy," said Dr Md Munirul Islam, a scientist with the Centre for Nutrition and Food Security at the ICDDRB.

However, nutrition supply has yet to make a breakthrough as its rate of improvement is much slower than expected, he said.

The overall health indicators have also shown significant improvement across the country over the past few years. Infant mortality ratio has come down to 31 per 1,000 live births in 2013 from 39 in 2009.

Maternal mortality ratio has also declined to 1.97 per 1,000 live births in 2013 from 2.59 in 2009, according to the study, the under-five child mortality rate dropped to 41 per 1,000 live births in 2013 from 50 per 1,000 live births in 2009.

আমরা জনগণের পক্ষে

বাংলাদেশ প্রতিদিন

ঢাকা ॥ বুধবার, ১৫ জুলাই ২০১৫ ॥ ৩১ আষাঢ় ১৪২২

দেশের মানুষের গড় আয়ু ৭০.৪ বছর

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। ২০০৯ সালের ৬৭.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ সালে ৭০.৪ বছরে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীদের গড় আয়ু বেশি বেড়েছে। অন্যদিকে পল্লিতে মরণশীলতা বেশি হলেও মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমেছে এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] এবং বয়স্ক শিক্ষার হার বেড়েছে। এ ছাড়া সামাজিক বিভিন্ন সূচকে এগিয়েছে দেশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস অব বাংলাদেশ এসভিআরএস-২০১৩ জরিপের প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—বেড়েছে বর্গকিলোমিটার প্রতি জনসংখ্যার ঘনত্ব। ২০০৯ সালে এটি ছিল ৯৯৩ জন। যা ২০১৩ সালে ১ হাজার ৪৯ জনে দাঁড়িয়েছে। আর জনসংখ্যা হলো ১৫ কোটি ৪৭ লাখ। ২০০৯ সালে ছিল ১৪ কোটি ৬৭ লাখ। জরিপ অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে দেশে জন্মের হার অনেক কমেছে। ২০০৯ সালে প্রজনন হার ছিল ২.১৫। ২০১৩ সালে হয়েছে ২.১১। আর বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ৯ জন মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। মহিলার চেয়ে পুরুষের মধ্যে প্রতিবন্ধীর হার বেশি। প্রতি হাজারে পুরুষ ৯.৭ জন এবং মহিলা ৮.২ জন।

মাতৃমৃত্যুর হার : মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে। বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ২ দশমিক শূন্য তিন শতাংশ। শিশুমৃত্যুর হারও কমেছে। শিশুমৃত্যুর হার (১ বছরের নিচে) ২০০৯ সালে ছিল ৩৯ প্রতিহাজার জীবিত জন্মের ক্ষেত্রে এবং এই হার ২০১৩ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৩২-এ।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার : মানুষের মধ্যে টয়লেট ব্যবহারের হার বেড়েছে। স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহারের হার দাঁড়িয়েছে ৬৩ দশমিক ৩ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ৬৩ দশমিক ৮ শতাংশ।

শিক্ষার হার : দেশে বেড়েছে শিক্ষার হার। প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে শিক্ষার হার (১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব মানুষ) মোট ৬১ শতাংশ, ২০০৯ সালে ছিল ৫৮ দশমিক চার শতাংশ। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পুরুষের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬৫ দশমিক এক শতাংশ এবং নারীদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার ৫৬ দশমিক নয় শতাংশ। এক্ষেত্রে এখনো নারীরা পিছিয়ে রয়েছে। এ ছাড়া দেশে বয়স্ক শিক্ষার হার বেড়েছে। ২০০৯ সালে যা ছিল ৫৬.৭ ভাগ এবং এ হার ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬০ ভাগে।

বিদ্যুৎ ব্যবহার : আলোর উৎস ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় দেশে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে শতকরা ৬৬ দশমিক নয় শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ৬৫ দশমিক ছয় শতাংশ। ২০১১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এ হার ছিল ৬৩ দশমিক ছয় শতাংশ, ৫৪ দশমিক ছয় এবং ৫৪ দশমিক চার শতাংশ। কেরোসিনের আলো ব্যবহার করছে ৩২ দশমিক তিন শতাংশ মানুষ, যা ২০১২ সালে ছিল ৩৩ দশমিক এক শতাংশ। অন্যদিকে সৌর বিদ্যুৎসহ অন্যান্য উৎস থেকে আলো ব্যবহার করছে শূন্য দশমিক আট শতাংশ মানুষ।

নির্ভরশীল মানুষের হার : বাংলাদেশে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা কমেছে। বর্তমানে জাতীয়ভাবে শতকরা ৫৫ জন মানুষ নির্ভরশীল (শিশু, প্রতিবন্ধী, বেকার ইত্যাদি)। যা ২০১২ সালে ছিল ৫৬ শতাংশ, তার আগের তিন বছরে এ হার ছিল পর্যায়ক্রমে ৫৭ শতাংশ, ৬৫ শতাংশ এবং ৬৬ শতাংশ। এক্ষেত্রে পল্লি অঞ্চলে নির্ভরশীল মানুষের হার শতকরা ৬০ শতাংশ যা তার আগের বছর ২০১২ সালে ছিল ৬১ শতাংশ এবং শহর এলাকায় এ হার ৪৭ শতাংশ, যা তার আগের বছর ছিল ৪৮ শতাংশ।

সকালের খবর
www.shokalerkhobor24.com
ঢাকা : বুধবার ১৫ জুলাই ২০১৫

পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য

দেশে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ৬৭ ভাগ মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ। ২০১২ সালে এ হার ছিল ৬৫ দশমিক ৬ শতাংশ। আর ২০১১ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এ হার ছিল ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ, ৫৪ দশমিক ৬ ও ৫৪ দশমিক ৪ শতাংশ। এর পাশাপাশি কেরোসিনের আলো ব্যবহার করে ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ। ২০১২ সালে এটি ছিল ৩৩ দশমিক ১ শতাংশ। অন্যদিকে সৌরবিদ্যুৎসহ অন্যান্য উৎস থেকে আলো ব্যবহার করছে শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ।

- কেরোসিনের আলো ব্যবহার করে ৩২ শতাংশ
- মানুষের গড় আয়ু ৭০ বছর ৪ মাস

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্টাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ এসভিআরএস-২০১৩ জরিপের চূড়ান্ত

এরপর পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে বিবিএস।

প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগে দেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৭০ বছর ১ মাস। বর্তমানে তা বেড়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে হয়েছে ৭০ বছর ৪ মাস। ২০০৯ সালে এটি ছিল ৬৭ বছর ২ মাস। এ ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীদের গড় আয়ু বেশি। নারীদের গড় আয়ু হচ্ছে ৭০ বছর ২ মাস, যা ২০০৯ সালে ছিল ৬৮ বছর ৭ মাস। আর পুরুষের গড় আয়ু হচ্ছে ৬৮ বছর ৮ মাস, যা ২০০৯ সালে ছিল ৬৬ বছর ১ মাস।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, দেশে মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে। বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ২ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। মানুষের মধ্যে টয়লেট ব্যবহারের হার বেড়েছে বলে জানিয়েছে বিবিএস। স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহারের হার দাঁড়িয়েছে ৬৩ দশমিক ৮ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ছিল ৬৩ দশমিক ৩ শতাংশ। বাংলাদেশে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা কমেছে। বর্তমানে জাতীয়ভাবে শতকরা ৫৫ জন মানুষ নির্ভরশীল (শিশু, প্রতিবন্ধী, বেকার ইত্যাদি), যা ২০১২ সালে ছিল ৫৬ শতাংশ। তার আগের তিন বছরে এ হার ছিল পর্যায়ক্রমে ৫৭ শতাংশ, ৬৫ শতাংশ ও ৬৬ শতাংশ। এ ক্ষেত্রে পল্লী অঞ্চলে নির্ভরশীল মানুষের হার ৬০ শতাংশ, যা তার আগের বছর ২০১২ সালে ছিল ৬১ শতাংশ ও শহর এলাকায় এ হার ৪৭ শতাংশ, যা আগের বছর ছিল ৪৮ শতাংশ।

দেশে বেড়েছে শিক্ষার হার। প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে শিক্ষার হার (১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব মানুষ) মোট ৬১ শতাংশ, যা ২০০৯ সালে ছিল ৫৮ দশমিক ৪ শতাংশ।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পুরুষের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬৫ দশমিক ১ শতাংশ এবং নারীদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার ৫৬ দশমিক ৯ শতাংশ। এ ক্ষেত্রে এখনও নারীরা পিছিয়ে রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

NEWAGE

WEDNESDAY, JULY 15, 2015, ASHARH 31, 1422 BS

Life expectancy reaches 70yrs

United News of Bangladesh
Dhaka

THE life expectancy at birth in the country has increased on average by 0.64 years annually over the last five years reaching 70.4 years in both sexes in 2013 from 67.2 years in 2009.

Bangladesh Bureau of Statistics revealed this while launching a report on Sample Vital Registration System 2013 held at the BBS auditorium on Tuesday afternoon.

Statistics and informatics division secretary Kaniz Fatema spoke as the chief guest at the programme held with BBS director general Mohammad Abdul Wazed.

SID additional secretaries M Shafiqul Islam and MA Mannan Howlader, BBS deputy director general Md Baitul Amin Bhuiyan spoke on the occasion as special guests. Sample Vital Registration System project director AKM Ashraful Haque made a power point presentation on the highlights of the report.

The report showed that the life expectancy at birth in both sexes was 67.7 years in 2010, 69 years in 2011, 69.4 years in 2012. The life expectancy at birth was, however, higher among the females than males as it was 71.2 years among females compared to 68.8 years among males in 2013.

The report also showed that the population in the country in 2013 was estimated at 154.7 million including 78.3 million male and 76.4 million female. The rate of natural increase of population in 2013 was 1.37 per cent, up from 1.36 per cent in 2012. The population density also increased to 1049 per square kilometer in 2013, up from 1035 in 2012.

As per the report, the literacy rate has increased as it was 57.2 per cent for both sexes for population of seven years and above while it further increased to 61 percent for both sexes for population of 15 years and above.

The present report is based on the data collected in 2013 in the sample data registration area in 1500 PSUs covering a total of 158829 households. The enumerated population shows a sex ratio of 102.6 resulting from 351690 males and 342744 females. The overall sex ratio has shown a moderate decline over the last three years from 104.9 in 2011 to 102.6 in 2013.

The report revealed that the age structure of the population was still conducive to high fertility with 32.3 per cent of its population under age 15. Dependency ratio recorded a notable fall from 80 in 2002 to 55 in 2013, a 31 per cent decline in 12 years.

The average household size dropped from 4.7 in 2009 to 4.4 in 2013 which is consistent with other survey findings. Adult literacy rate has shown a modest increase from 56.7 per cent in 2009 to 60 per cent in 2013. The survey findings reveal that the urban residents are 30 per cent more likely than their rural counterparts to be literate.

Regarding fertility, the crude birth rate, the simplest measure of fertility has been estimated to be 19 per thousand populations. The rural CBR, as expected, is higher than the urban CBR, 19.3 versus 18.2. The general fertility rate worked out to 71 per thousand women with 73 in rural areas and 63 in urban areas.

The crude death rate is reported to be 5.3 per thousand population with a rate of 5.6 in the rural area and 4.6 in the urban area. This rate has declined from 5.8 in 2009 to 5.3 in 2013. A similar decline was noted in infant mortality rate, 39 per thousand live births in 2009 to 32 in 2013.

In line with this decline, the neo-natal mortality rate also falls from 28 deaths per thousand live births in 2009 to 21 deaths per thousand live births in 2013 without recording any male-female differentials.

The report unveiled that child mortality has been estimated to be 2.2 deaths per thousand children, which was lower by 0.1 deaths than the previous years and 0.4 than the one reported in 2009.

Maternal mortality ratio has shown a consistent fall over the last five years from 2.59 maternal deaths in per thousand live births in 2009 to 1.97 in 2013.

Age at marriage has remained nearly static over the last five years as it was 24.3 years for males and 18.4 years for females in 2013 which was 23.8 years for males and 18.5 years for females in 2009.

The contraceptive prevalence rate has shown a moderate increase over the last five years from 56.4 per cent in 2009 to 62.4 in 2013 about 11 per cent increase in 54 years. The overall disability rate was 9 per cent as assessed in 2013.

Speaking on the occasion, the statistics and informatics division secretary Kaniz Fatema said it was her firm optimism that this report would be accepted to everyone as there was least error of data or lack of data.

She also hoped to publish the report for the 2014 year soon, likely within this year.

The Financial Express Wednesday, July 15, 2015

Rural-urban gap in lifestyle still persists

FE Report

Inequality still prevails in the lifestyle between rural and urban households (HHs) in Bangladesh despite having some positive results of latest human and social development indicators, experts close to a survey have said.

They, however, concluded that although Bangladesh has made certain progress in various development indicators like reduction in total fertility rate (TFR), maternal and infant mortality rate, increase in life expectancy at birth and literacy rate, more things are still required to be done to attain certain development goals.

They came up with the observations at a report launching ceremony on 'Sample Vital Registration System (SVRS) 2013', prepared by Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) under Monitoring the Situation of Vital Statistics of Bangladesh (MVSB) Project, at BBS auditorium in the city on Tuesday.

Statistics and Informatics Division (SID) secretary Kaniz Fatema attended the dissemination programme as the chief guest while SID additional secretaries M Shafiqul Islam and MA Mannan Howlader and deputy director general (DDG) of BBS Baitul Amin Bhuiyan as the special guests.

BBS director general Mohammad Abdul Wazed chaired the programme while MVSB project director AKM Ashraful Haque presented the key survey findings.

BBS collected data to monitor 11 indicators, including population fertility, mortality, life expectancy at birth, nuptiality, migration rate, contraceptive use, disability, HIV/AIDS, household (HH) characteristics, literacy and religious composition.

The present report is based on the data collected in 2013 in the sample vital registration area in 1,500 PSUs covering a total of 158,829 HHs.

The latest report showed that Bangladeshi women are still dominated by the males, which has been reflected in a high male household (HH) headship rate of over 88 per cent against the female-headed household of about 12 per cent. The trend is on the rise as it was over 87 per cent in 2009 with a slight decline in 2011 at 86.7 per cent and 85.5 per cent in 2012.

On the other hand, the ratio of female dominated HH was about 13 per cent in 2009, 13.3 per cent in 2011 and 14.5 per cent in 2012.

The migratory behaviour of the population in the SVRS area demonstrates a balancing scenario. The overall in-migration rate was estimated to be 40.4 per 1000 population as against an out-migration rate of 39.9.

Urban in-migration rate (70.4 per cent) compared to rural migration (31.7 per cent) was significantly higher. This is also true for out-migration rate (68.1 per cent and 31.7 per cent).

Adult literacy rate showed a modest increase from 56.7 per cent in 2009 to 60 per cent in 2013. The survey findings reveal that urban residents are 30 per cent more likely to be literate than their rural counterparts.

Kaniz Fatema in her speech said still inequality prevails between urban and rural lifestyle, although the sample vital statistics report presents an overall positive scenario. "We have got a lot, but still need lot more to do," she added.

Ms Fatema said the data of 2014 has been collected which will hopefully be released after Eid.

Life expectancy of the people in the country increased in 2013 to 70.1 years from 69.4 years in 2012, according to the findings of the Sample Vital Registration System 2009-2013 revealed on Sunday.

The life expectancy rate of women was higher at 71.4 in 2013 from 70.7 years in 2012, 70.3 in 2011, 68.8 in 2010 and 68.7 in 2009. For men, the life expectancy increased to 68.8 years in 2013 from 68.2 in 2012, 67.9 in 2011, 66.6 in 2010 and 66.1 in 2009.

Abdul Wazed said Bangladesh was rapidly making progress in certain areas especially in human development and in terms of achieving millennium development goals (MDGs).

msshova@gmail.com

www.kalerkantho.com
ঢাকা। ১৫ জুলাই ২০১৫। ৩১ আষাঢ় ১৪২২।
২৭ রমজান ১৪৩৬। বর্ষ ৬। সংখ্যা ১৮৪

কালের কণ্ঠ

গড় আয়ু এখন ৭০.৪ বছর

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিবিএসের প্রতিবেদন

বেড়েছে বয়স্ক লোকের সংখ্যা কমেছে কিশোর, তরুণ ও যুবক

সত্তরের দশকে একজন নারী গড়ে ছয়টি সন্তান জন্ম দিতেন। চার দশক পর সে সংখ্যা কমে দুইয়ে নেমেছে। ওই সময় জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরই বয়স ছিল ১৫ বছরের নিচে। এখন তা কমে ৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ শতাংশ। আর মোট প্রজনন হার ২.১১ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মোট প্রজনন হার কমে যাওয়ায় বয়স্কের সংখ্যা বেড়েছে। আর কমেছে ১৫ বছরের নিচের বয়সের জনসংখ্যা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি ছোট পরিবারে বিশ্বাস করে। এ কারণে কিশোর, তরুণ ও যুবকদের সংখ্যা কমেছে।

বিবিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। গড় আয়ু এখন ৭০.৪ বছর। পাঁচ বছর আগেও এটা ছিল ৬৭ বছর। পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি দীর্ঘায়ু। পুরুষরা গড়ে ৬৮ বছর ৮ মাস বাঁচে, নারীরা বাঁচে ৭১ বছর ২ মাস। গড় আয়ুর দিক দিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ।

জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নুর উন নবী চৌধুরী মনে করেন, গড় আয়ু বাড়ার কারণ দারিদ্র্য বিমোচন। দারিদ্র্য কমলে মৃত্যুহার কমে। আর মৃত্যুহার কমলে আয়ু বাড়ে।

অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, প্রজনন হার কমে যাওয়া ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এখন সোয়া এক কোটি মানুষ বয়স্ক। ২০৪১ সালে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে চার কোটির ওপরে। এখন মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ৫৯ বছরের

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

◀◀ শেষ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে। এটিকে বলা হয় জনসংখ্যার বোনাসকাল। তাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তারা অর্থনীতি ও জিডিপিতে অবদান রাখবে। আর দক্ষ না হলে রাষ্ট্রের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ (এসভিআরএস রিপোর্ট ২০১৩) শিরোনামে প্রতিবেদনটি গতকাল মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে বিবিএস। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিসংখ্যান ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা। সভাপতিত্ব করেন বিবিএস মহাপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব এম এ মান্নান ও বিবিএসের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বাইতুল আমিন ভূঁইয়া। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমএসভিএসবি প্রকল্পের পরিচালক এ কে এম আশরাফুল হক।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্যান্য সামাজিক সূচকের সঙ্গে শিক্ষার হারও বেড়েছে। শিক্ষার হার (১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব মানুষ) এখন ৬১ শতাংশ। ২০০৯ সালে ছিল ৫৮ দশমিক ৪ শতাংশ। পুরুষের ক্ষেত্রে শিক্ষার হার ৬৪ দশমিক ২ শতাংশ এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৫৭ দশমিক ৮ শতাংশ।

বিবিএস বলছে, এখন বিদ্যুৎ সুবিধা পায় ৬৭ শতাংশ মানুষ। ৩২ শতাংশ কেরোসিন ব্যবহার করে। ৯৭.৫ শতাংশ মানুষ ট্যাপ ও নলকূপের পানি ব্যবহার করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স ১৮.৪ বছর। আর পুরুষের গড় বিয়ের বয়স ২৪.৩ বছর। অবিবাহিত পুরুষের হার ৩৯.৫ শতাংশ; অবিবাহিত নারীর হার ২৬.৫ শতাংশ।

বিবিএস বলছে, গত এক দশকে দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশে নেমেছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। সরকারের টিকাদান কর্মসূচিসহ নানা ধরনের উদ্যোগে মহামারি রোগ কমেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

The Daily Star DHAKA WEDNESDAY JULY 15, 2015

Bangladeshis living longer

Reveals survey

STAFF CORRESPONDENT

People now live longer than in the past.

Life expectancy in the country rose to 70.4 years in 2013 from 69.4 a year ago, says a new survey of Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

It was 65.2 years in 2005, according to the Sample Vital Registration System 2009-2013 released yesterday.

This progress reflects an overall improvement in the living standards, thanks to steady economic growth, and increased income, education and health awareness.

"This is the compound effect of a number of factors, including rising health consciousness and increased availability of healthcare facilities in the country," said Prof AKM Nurun Nabi, vice chancellor of Begum Rokeya University in Rangpur.

"The level of poverty has declined over time while income and education standard have risen. As a whole,

SEE PAGE 10 COL 5

INDICATORS	2013	2012	2005
Life Expectancy (yrs)	70.4	69.4	65.2
Death per 1,000	5.3	5.3	5.8
U-5 Mortality per 1,000 births	41	42	68
Population Growth (%)	1.37	1.36	1.42
Population Density (per sqkm)	1,049	1,035	939

SOURCE: BBS

FROM PAGE 16

people's living standard has improved," said the population expert.

The BBS study has also found that with the increase in life expectancy, birth and death rates have declined over time.

The death rate fell to 5.3 per 1,000 people in 2013 from 5.8 in 2005.

While 68 children per 1,000 live births would die under the age of five in 2005, the rate dropped to 41 in 2013.

Maternal mortality rate came down to 1.97 per 1,000 live births in 2013 from 3.48 in 2005.

"People are more conscious now. In the past, a mother would give births to many children. This trend has declined, leading to a fall in the deaths of pregnant mothers," said Prof Nabi.

The BBS also finds the Total Fertility Rate (TFR) among women, aged between 15 and 49, is declining. On an average, a woman in 2013 had 2.12 children, down from 2.46 in 2005.

Zaid Bakht, research director of Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), said the government's immunisation programme had an impact on the increased life expectancy.

Steady economic growth spurred employment and income, enabling people to afford more quality food now. Besides, people now have access to better healthcare services due to different initiatives by the government and the NGOs, he said.

PLANNING AHEAD

However, rising life expectancy warrants urgent policy planning by the state, as the number of elderly people, now 1.15 crore, will rise.

By 2050, people above 60 are projected to constitute 20 percent of the total population, Prof Nabi said.

"They will need proper healthcare facilities and treatment. So, policymakers should start planning now for ensuring those services at that time," he said.

The increased life expectancy and declining death rate also increases population.

Despite the decrease in birth rate, population grows by 1.37 percent a year, the BBS says.

Population density per square kilometre rose to 1,049 in 2013 from 939 in 2005, the study finds.

MA Mannan, senior research fellow of the BIDS, said the increased population density will cut availability of agricultural land.

"Like China's one-child policy, we should adopt a two-children policy to check population growth.

"Many can argue that they have the rights to take as many children as they want if they can afford. But they should keep in mind that the resources needed to support those children are limited."

Mannan also suggested the government strengthen motivational campaigns for population control and provide incentives for planned housing in rural areas to save farmlands.

ঢাকা, ১৫ জুলাই ২০১৫, ৩১ আষাঢ় ১৪২২, ২৭ রমজান ১৪৩৬ বুধবার রেজি. নং ডিএ ১৮৮০, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২৪৯,

প্রথম আলো

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়েছে।

- বরিশাল বিভাগে প্রজনন হার সবচেয়ে বেশি, কম খুলনায়
- পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি বাঁচেন
- বিয়ের গড় বয়স কমেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার আবার বেড়েছে। আগে প্রতিবছরে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ত, এখন তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ছে। ২০১৩ সালে ১ দশমিক ৩৭ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বেড়েছে। এর আগের বছর এ হার ছিল ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ। এক বছরের ব্যবধানে দশমিক ০১ শতাংশীয় মানে (পারসেন্টেজ পয়েন্ট) জনসংখ্যা বেড়েছে। ২০০৯ সালেও এ হার ছিল ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ ২০১৩ সালের মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকসের ফলাফলে এ চিত্র পাওয়া গেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার বাড়লেও মোট প্রজনন হার কমেছে। বিবিএসের হিসাবে, ২০১৩ সালে প্রজনন হার ২ দশমিক ১১ শতাংশ। এর মানে হলো ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী প্রজননসক্ষম মা সারা জীবনে গড়ে ২ দশমিক ১১ সংখ্যায় বাচ্চা জন্ম দেন। পাঁচ বছর আগে অর্থাৎ ২০০৯ সালের হিসাবে, প্রতি মা সারা জীবনে গড়ে ২ দশমিক ১৫টি বাচ্চা জন্ম দিতেন। মূলত প্রজননসক্ষম মায়ের সংখ্যা অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন সবচেয়ে বেশি, তাই প্রজনন হার কমলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়েছে।

বিবিএসের সর্বশেষ হিসাবে দেখা গেছে, বরিশাল বিভাগে মোট প্রজনন হার সবচেয়ে বেশি, গড়ে ২ দশমিক

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২৮। আর গড়ে সবচেয়ে কম ১ দশমিক ৮০টি বাচ্চা জন্ম দেন খুলনা বিভাগের মায়েরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও জনসংখ্যাবিদ এ কে এম নুরুন নবী *প্রথম আলোকে* বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হারের এ বৃদ্ধিকে 'বৃদ্ধি' হিসেবে ধরা ঠিক হবে না। এ ধরনের জরিপে কখনো কম হতে পারে, কখনো বেশি হতে পারে। প্রজনন হার সম্পর্কে তিনি বলেন, বিবিএসের এ ধরনের জরিপে 'ক্রুড রেট' নেওয়া হয়। এতে বৃদ্ধ, শিশু সব ধরনের মানুষের ওপর জরিপ করা হয়। ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের কাছ থেকে তথ্য নিলে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবে।

বিবিএসের এ জরিপের প্রকল্প পরিচালক এ কে এম আশরাফুল হক বলেন, মাঠপর্যায় যে থেকে তথ্য-উপাত্ত এসেছে, তা জরিপের ফলে এসেছে। তবে প্রতিবছর শুমারি করে এসব খাতের পরিস্থিতি তুলে আনাও সম্ভব নয়।

প্রতিবছর বিবিএস ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স প্রকাশ করে থাকে। এ পরিসংখ্যানের মাধ্যমে একজন মানুষের জীবনের জন্ম, মৃত্যু, আয়ুষ্কাল, বিবাহের মতো অবধারিত বিষয়ের চিত্র উঠে আসে।

গতকাল মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ের পরিসংখ্যান ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ জরিপের ফলাফল প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব কানিজ ফাতেমা।

পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি বাঁচেন: বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭০ বছর ছাড়িয়ে গেছে। এ দেশের মানুষ এখন গড়ে ৭০ দশমিক ৪ বছর বাঁচে। তবে পুরুষের চেয়ে নারীরা গড়ে আড়াই বছর বেশি বাঁচেন। গড়ে নারীরা ৭১ দশমিক ২ বছর ও পুরুষেরা ৬৮ দশমিক ৮ বছর বাঁচেন।

গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে ৩ দশমিক ২ বছর। ২০০৯ সালে গড় আয়ু ছিল ৬৭ দশমিক ২ বছর।

বিয়ের গড় বয়স কমেছে: আগের চেয়ে কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে। ২০১৩ সাল নাগাদ নারীদের বিয়ের গড় বয়স আরও কমে দাঁড়িয়েছে ১৮ দশমিক ৪ বছর। ২০১২ সালে এই গড় বয়স ছিল ১৯ দশমিক ৩ শতাংশ। এর মানে হলো, মেয়েদের তুলনামূলক আরও কম বয়সে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

একইভাবে পুরুষদেরও বিয়ের গড় বয়স কমেছে। ২০১৩ সালে এ গড় বয়স দাঁড়িয়েছে ২৪ দশমিক ৩ বছর। এর আগের বছর পুরুষের বিয়ের গড় বয়স ছিল ২৪ দশমিক ৭ বছর। অন্যদিকে ১০ বছরের বেশি বয়সী পুরুষের মধ্যে ৫৯ দশমিক ৪ শতাংশই বিবাহিত। আর নারীদের মধ্যে ৬৫ শতাংশই বিবাহিত। এ ছাড়া নারীদের সাড়ে আট শতাংশই বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা কিংবা আলাদা থাকেন।

প্রতিবন্ধীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার বেশি: দেশের প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে নয়জন কোনো না-কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। এ প্রবণতা পুরুষের মধ্যে বেশি। প্রতি হাজারে গড়ে ৯ দশমিক ৭ জন প্রতিবন্ধী। আর নারীদের প্রতি হাজারে ৮ দশমিক ২ জন প্রতিবন্ধী।

সিলেট বিভাগে প্রতিবন্ধীর হার সবচেয়ে বেশি। সিলেটের প্রতি হাজারে গড়ে ১৩ দশমিক ৪৭ জন প্রতিবন্ধী। আর ঢাকা বিভাগে এ হার সবচেয়ে কম, ৬ দশমিক ৭৫ জন। তবে উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষিতদের মধ্য প্রতি হাজারে গড়ে ১৩ দশমিক ৩ জন প্রতিবন্ধী।

শিক্ষা: সাত বছর ও এর বেশি বয়সের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৫৭ শতাংশই শিক্ষিত। তারা স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। এই বয়সী জনগোষ্ঠীর পুরুষদের মধ্যে ৫৯ দশমিক ৩ শতাংশ ও নারীদের ৫৫ দশমিক ১ শতাংশ শিক্ষিত। শহরে এই হার ৬৮ দশমিক ৬ শতাংশ, আর গ্রামে ৫৩ দশমিক ৯ শতাংশ। আর ১৫ বছরের বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর ৬১ শতাংশ শিক্ষিত। শহরে এই হার ৭৪ দশমিক ১ শতাংশ, গ্রামে ৫৭ শতাংশ।

শিশুমৃত্যু: বাংলাদেশে প্রতি এক হাজার এক বছর বয়সী শিশুর মধ্যে ৩১ জনের মৃত্যু হয়। নানা ধরনের রোগ-বালাইয়ে বেশি মৃত্যু হয়। আর জীবিত জন্ম হয়, কিন্তু এক মাস বয়স হওয়ার আগেই মারা যায় এমন নবজাতকের সংখ্যা প্রতি হাজারে ২১। গ্রামে এ সংখ্যা ২৩, আর শহরে ১৬। আর একইভাবে এক থেকে এগারো মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রতি হাজারে ১১ জন মারা যায়। আর এক থেকে চার বছর বয়সীদের মধ্যে এই সংখ্যা হাজারে ২ দশমিক ২। পাঁচ বছরের নিচে প্রতি হাজারে ৪১ জন শিশু মারা যায়।